একজন ইসলাম গ্রহণেচ্ছুর করণীয়

শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

ح المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، ١٤٣٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

عبدالعزيز، مستفيض الرحمن حكيم

ماذا تفعل إذا قررت أن تصبح مسلماً./ مستفيض الرحمن حكيم عبدالعزيز.- حفر الباطن، ١٤٣٤هـ.

٤٨ ص؛ ١٤ × ٢١ سم

ردمك: ٢ – ٣٦ – ٨٠٦٦ – ٦٠٣ – ٩٧٨

١- الدعوة الإسلامية ٢- الوعظ و الارشاد أ. العنوان

ديوي ٢١٣ ١٤٣٤/٤٧٨

رقم الإيداع: ١٤٣٤/٤٧٨

ردمك: ٢ – ٣٦ – ٨٠٦٦ – ٦٠٣ – ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة

إلا لمن أراد طباعته وتوزيعه مجاناً

بعد التنسيق مع المركز

الطبعة الأولى

١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م

مَاذَا تَفْعَلُ

إِذَا قَرَّرْتَ أَنْ تُصْبِحَ مُسْلِماً؟

কুর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

একজন ইসলাম গ্রহণেচ্ছুর করণীয়

সংকলনে:

মোস্তাফিজুর রহ্মান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনায়:

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়:

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية ، حفر الباطن

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

কুর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

একজন ইসলাম গ্রহণেচ্ছুর করণীয়

সংকলন :

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

লেখক ও গবেষক, বাংলা বিভাগ

বাদ্‌শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পো: বক্স নং ১০০২৫ ফোন: ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্স: ০৩-৭৮৭৩৭২৫

মোবাইল: ০০৯৬৬-৫৫৭০৪৯৩৮২ ই-মেইল: Mmiangi9@gimail.com

Mrhaa_123@hotmail.com / Mrhaam_12345@yahoo.com

Mostafizur.rahman.miangi@skype.com & nimbuzz.com

www.mostafizbd.wordprees.com / mostafizmia1436@fring.com

কে, কে, এম, সি. হাফ্‌র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

সম্পাদনা :

শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

দ্বিতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২

সূচীপত্রঃ

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
লেখকের কথা	৭
অবতরণিকা	৯
যাঁর হাতে কেউ মোসলমান হচ্ছে তাঁর করণীয়	১০
কেউ নতুন মোসলমান হলে তাকে নিয়ে খুশি হওয়া উচিত	১৩
ইসলাম গ্রহণের পর একজন মোসলমানের করণীয়	১৭
একজন নব মুসলিমের জন্য কিছু বিশেষ উপদেশ	২৩
নব মুসলিম সংক্রান্ত কিছু মাসায়িল	৪১

অভিমত

সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এবং সমাজ-জমির বুক থেকে যাঁরা আগাছা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে লেখক মুস্তাফিযুর রহমান মাদানী সাহেব একজন। হক জেনে ও মেনে নিয়ে তার প্রচার করার গুরুদায়িত্ব এবং তার পথে তাঁর অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সমাজ-সংস্কারের সহায়করূপে কাজে দেবে তাঁর এ পুস্তিকাটিও। সমাজে এত পাপ ও পাপীর দাপট যে, অনেকের সাপ থেকে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু পাপ থেকে বাঁচা সহজ নয়। বিশ্বায়নের যুগে দ্বীন-বিমুখ সমাজ বহুবিধ পাপের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তা দেখে-শুনে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের যে কর্তব্য হওয়া উচিৎ, তার কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ এই পুস্তিকার প্রণয়ন।

মহান আল্লাহ্'র কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও লেখককে কলমের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন। দেশে-বিদেশে ইসলামী সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিবেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে পুস্তক রচনার কাজ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন এবং পাঠক-পাঠিকাকে পুস্তিকার নির্দেশানুযায়ী আমল করার প্রেরণা ও মুসলিম ঘর ও সমাজ গড়ার চেতনা দান করুন। আমীন।

বিনীত-
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
৩০/১১/১১

লেখকের কথাঃ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্যে যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন অতিবাহনের পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতিও রইলো অসংখ্য সালাম।

অধুনা পূর্বের তুলনায় ইসলামের প্রচার-প্রসার অনেক বেড়েছে। তাই ইদানিং অনেক অমোসলমানকে মোসলমান হতে দেখা যায়। এ দিকে আবার কেউ কেউ মোসলমান হতে ভয়ও পাচ্ছে। সে মনে করছে, মোসলমান হলে আমার বদাভ্যাসগুলো ছাড়তে পারবো তো! খতনা করতে হবে না তো! ইত্যাদি ইত্যাদি। তেমনিভাবে আবার কেউ কেউ মোসলমান হওয়ার পরও কিছু না কিছু ঝামেলার সম্মুখীন হলে অতি সহজেই সে মুষড়ে পড়ে। এমনকি কেউ কেউ আবার এ ধাক্কায় ইসলাম ছেড়ে মুরতাদও হয়ে যায়। কেউ কেউ আবার জানে না যে, ইসলাম গ্রহণের পর তার সর্ব প্রথম কাজ কি? ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল বিষয় সামনে রেখেই এ পুস্তিকার অবতারণা। পুস্তিকাটি পড়ে এ সকল ভাই কিছুটা দিক নির্দেশনা পেলেই আমার শ্রমখানা সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল ﷺ সম্পর্কিত যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমতো এর বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে কমপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্বানী (রাহিমাহুল্লাহ্) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ বিন্যাস ও ভাষাগত কিছু না কিছু ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্খাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

সর্বশেষে জনাব শায়েখ আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জন্য এ কাজটিকে জান্নাতে যাওয়ার অসিলা বানিয়ে দিন। উপরন্তু তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

অবতরণিকা:

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

যিনি মোসলমান হবেন বলে সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সত্যিকারার্থে তিনি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। এ মুহূর্তটিকে তাঁর নব জন্মের মুহূর্ত বলেও ধরে নেয়া যায়। কারণ, এ মুহূর্তটিতে তিনি মানুষের পূজা ছেড়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতের দিকে ধাবিত হচ্ছেন। খ্রিস্টান হয়ে থাকলে তিনি এখন দু'জন নবীর উপর একই সাথে বিশ্বাস স্থাপন করছেন।

আপনি জেনে রাখুন! সত্যিকারার্থে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বিশেষভাবেই দয়া করেছেন। তিনি আপনার উপর অশেষ দয়া করেই তো আপনাকে মোসলমান হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। আপনার জীবনে এ নিয়ামতের চেয়ে আর কোন বড়ো নিয়ামত থাকতেই পারেনা। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতীর জন্য ধর্ম হিসেবে একমাত্র ইসলাম ধর্মকেই চয়ন করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾ المائدة: ٣

"আজ আমি তোমাদের জন্য ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। আমার নিয়ামত পুরো করে দিয়েছি। উপরন্তু আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে চয়ন করেছি"। (আল-মায়িদাহ্: ৩)

এ জন্য আপনি সর্ব প্রথম আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করবেন। যে কোন মূল্যে আপনাকে এ নিয়ামতের হিফাযত করতে হবে। যে কোন বিপদাপদ এর সামনে তুচ্ছ মনে করতে হবে।

যাঁর হাতে কেউ মোসলমান হচ্ছে তাঁর করণীয়:

যাঁর হাতে কেউ মোসলমান হচ্ছে তাঁর করণীয় নিম্নরূপ:

১. লোকটি ইসলাম গ্রহণের জন্য সত্যিকারার্থেই প্রস্তুত তা নিশ্চিত হতে হবে। কারণ, কেউ আপনার কাছে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলেই যে সে এখন মোসলমান হবে তা নিশ্চিত নয়। বরং আপনি তাকে ইসলাম সম্পর্কে আরো জানার জন্য কিছু জ্ঞানের উপকরণ তথা বই-পুস্তক ও ক্যাসেট ইত্যাদি দিয়ে দিবেন। যাতে সে বুঝেশুনে ইসলাম গ্রহণের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

২. কারোর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে নিশ্চিত হলে একজন দা'য়ীর উচিত হবে তাকে আক্বীদা সম্পর্কীয় কিছু প্রশ্ন করা। যাতে করে তার আবেগাপ্লুত মনে আক্বীদার বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলো গেঁথে যায় এবং সে ইসলাম ও তার পূর্বেকার ধর্মের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য বুঝতে পারে। প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় কি?

২. তিনি কোথায় থাকেন?

৩. ঈমানের স্তম্ভগুলো কি কি?

৪. ইসলামের স্তম্ভগুলো কি কি?

৫. শেষ নবী কে?

৬. খ্রিস্টান হলে 'ঈসা عليه السلام এর পরিচয়?

৭. স্বালাত আদায়ের ফায়েদাগুলো কি?

এরপর আসবে শাহাদাতাইনের বাক্য পাঠ করা। কায়মনোবাক্যে নব মুসলিম তা পাঠ করবে। যিনি শাহাদাতাইন পাঠ করাবেন তিনি একটু ধীরে ধীরে বলবেন। যাতে করে নব মুসলিম ভাই তা সুন্দরভাবে বলতে পারে। শাহাদাতাইনের আবার দু'টি ধরন রয়েছে

যা নিম্নরূপ:

১. পরিপূর্ণরূপ। তথা:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيْسَى عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَق وَالنَّارَ حَقٌّ، وَيُضِيْفُ بَعْضُهُمْ: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبۡعَثُ مَن فِي ٱلۡقُبُورِ﴾ الحج: ٧

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর একান্ত বান্দাহ্ ও রাসূল। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই 'ঈসা عليه السلام আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত বান্দাহ্ ও রাসূল। এমনকি তিনি আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত নির্দেশের বহিঃপ্রকাশ ও তাঁর দেয়া একটি বিশেষ রূহ্। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য। আবার কেউ কেউ বাড়িয়ে বলেন: আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সকল কবরবাসীকে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করবেন"। (আল-'হাজ্জ: ৭)

'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ

"যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক ও তাঁর কোন শরীক নেই।

আর নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর একান্ত বান্দাহ্ ও রাসূল। আরো সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয়ই 'ঈসা عليه السلام আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত বান্দাহ্ ও রাসূল। এমনকি তিনি আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত নির্দেশের বহিঃপ্রকাশ ও তাঁর দেয়া একটি বিশেষ রূহ্। আর নিশ্চয়ই জান্নাত সত্য এবং জাহান্নামও সত্য। এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যদিও সে তার জীবদ্দশায় যে আমলই করে থাকুক না কেন"। (বুখারী, হাদীস ৩৪৩৫ মুসলিম, হাদীস ২৮)

২. যথেষ্টরূপ। যা আবার দু' ধরনের।

ক. নিমোক্ত বাক্যদ্বয় বলবে:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্'র রাসূল"।

'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ حرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

"যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আর নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্'র রাসূল। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন"। (মুসলিম, হাদীস ২৯)

খ. নিম্নোক্ত বাক্যটি বলবে:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই"।

'উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ

করেন:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْـجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।

(বায্যার, হাদীস ১৭৪)

অথবা বলবে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই"।

জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ আমাকে এ ব্যাপারে ঘোষণা দেয়ার জন্য বললেন যে,

مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি বলবে: আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।

(ইব্নু খুযাইমাহ্/তাওহীদ: ৩৪১-৩৪২ ইব্নু 'হিব্বান, হাদীস ১৫১)

কেউ নতুন মোসলমান হলে তাকে নিয়ে খুশি হওয়া উচিত:

কেউ নতুন মোসলমান হলে তাকে মোবারকবাদ দেয়া, তার হিদায়াতের ব্যাপারে খুশি প্রকাশ করা উচিত। যেন সে তার নতুন জীবনের গুরুত্ব বুঝতে পারে। মোসলমানদের নিকট তার হিদায়াতের ব্যাপারটা যে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং মোসলমানদের মধ্যকার অতুলনীয় ইসলামী ভাতৃত্ববোধের ব্যাপারটিও যেন সে বুঝতে পারে।

কা'ব বিন্ মালিক ﵁ যখন তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি তখন রাসূল ﷺ তাঁর সাথে সম্পূর্ণরূপে কথা বন্ধ করে দেন এবং সকল মোসলমানদেরকেও তিনি কা'ব ﵁ এর সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন। যখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর তাওবা গ্রহণ করা হয় তখন তিনি বলেন: সাহাবায়ে কিরাম দলে দলে আমাকে

তাওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে মোবারকবাদ দিচ্ছিলেন। তাঁরা আমাকে বলছিলেন: তুমি ধন্য। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তাওবা কবুল করেছেন। তিনি বলেন: আমি মসজিদে প্রবেশ করতেই দেখতে পেলাম, রাসূল ﷺ বসে আছেন। আর তাঁর চতুর্দিকে সাহাবায়ে কিরাম। ইতিমধ্যে ত্বাল্'হা বিন্ 'উবাইদুল্লাহ্ ﷺ আমার দিকে দৌড়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন ও আমাকে মোবারকবাদ জানালেন। কা'ব ﷺ বলেন: যখন আমি রাসূল ﷺ কে সালাম করলাম তখন দেখতে পেলাম, তাঁর চেহারা মোবারক খুশিতে জ্বলজ্বল করছে এবং তিনি বললেন:

أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ

"তুমি সেই শ্রেষ্ঠ দিনটি নিয়ে খুশি হও যা তোমার জীবনে আজই অতিবাহিত হচ্ছে"। (বুখারী, হাদীস ৪৪১৮ মুসলিম, হাদীস ৭৬৯)

এমনকি যে কোন নব মুসলিমকে কেন্দ্র করে তার ইসলাম গ্রহণে খুশি হয়ে তার কর্মক্ষেত্রে কিংবা তার বসবাসের এলাকায় খাওয়া-দাওয়ার পার্টিও করা যেতে পারে। কারণ, এতে করে তার এ মহৎ কর্মের দরুন তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং ইসলামের প্রতি তার ভালোবাসা আরো বেড়ে যাবে। তবে তা শুধু একবারই। প্রতি বছর নয়। তা না হলে তা একদা ঈদে রূপান্তরিত হবে। যা ইসলামে জায়িয নয়। কারণ, মোসলমানদের ঈদ তো শুধুমাত্র তিনটি। রামাযানের ঈদ, কুরবানের ঈদ ও সপ্তাহিক ঈদ তথা জুমু'আর দিন।

হে নব মুসলিম ভাই! আপনি যখন এ সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তাই আপনি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করতে পারবেন না। ইবাদাত বলতে এমন সকল কথা ও কাজকে বুঝানো হয় যার উপর আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট। চাই সে কথা ও কাজ প্রকাশ্য হোক অথবা অপ্রকাশ্য। আর আল্লাহ্ তা'আলাকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে একক মনে

করা মানে, আপনার সকল ইবাদাত তথা দো'আ ও মুনাজাত এমনকি আপনার সকল ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য হতে হবে একান্তভাবে আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি। আর কারোর নয়।

এ কালিমা মানলে এটাও মানতে হবে যে, 'ঈসা ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত রাসূল ও তাঁর দেয়া বিশেষ রূহ্। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়া একমাত্র মার উদর থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি অন্য নবী ও রাসূলগণের ন্যায় মানুষ। আল্লাহ্ তা'আলা একদা তাঁকে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। ঠিক কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তিনি আবারো দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। আর তখনই দুনিয়ার আনাচে-কানাচে শান্তি বিরাজ করবে। সব কিছুতেই বরকত বেড়ে যাবে। মানুষে মানুষে কোন হিংসা ও বিদ্বেষ থাকবে না। এমনকি ইসলাম ছাড়া তখন আর কোন ধর্মই অধিষ্ঠিত থাকবে না। অতঃপর তিনি অন্য মানুষের ন্যায় মৃত্যু বরণ করবেন। তখন মোসলমানগণ তাঁর জানাযার নামায আদায় ও তাঁকে দাফন করবেন। তেমনিভাবে এ কালিমা মানলে এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, জিব্রীল ﷺ একজন সম্মানিত শ্রেষ্ঠ ফিরিশ্তা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দুনিয়াতে নবী ও রাসূলগণের সহযোগিতা ও তাঁদের নিকট ওহী নিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি কোন ইলাহ্ নন।

তাওহীদ মানলে এটাও মানতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার সব কিছুরই নিয়ন্ত্রক। সুতরাং একমাত্র তাঁর উপরই সকল বিষয়ে ভরসা করতে হবে। একমাত্র তাঁকেই সার্বিকভাবে ভয় পেতে হবে। একমাত্র তাঁর নিকটই সব কিছুর আশা করতে হবে। তাঁর মতো বা তাঁর পর্যায়ের আর কেউ নেই। এমনকি তাঁর মতো আর কেউ হতেই পারে না। তিনি সব কিছু দেখেন ও শুনেন। তাঁর কোন স্ত্রী ও সন্তান নেই। আল্লাহ্ তা'আলা যা পছন্দ করেন তা আপনাকে অবশ্যই পছন্দ করতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যা অপছন্দ করেন তাও আপনাকে অবশ্যই অপছন্দ করতে হবে।

যখন আপনি সাক্ষ্য দিলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত বান্দাহ্ ও রাসূল। তখন আপনাকে এ কথাও মানতে হবে যে, তিনি একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে রাসূল তথা মানব জাতির নিকট একান্ত ওহীর বাহক হিসেবে চয়ন করেছেন এবং তাঁর উপর কুর'আন নাযিল করেছেন। যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের বিশ্লেষক ও রহিতকারী। আল্লাহ্ তা'আলা তাতে কিয়ামত পর্যন্ত আসা সকল মানুষের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বাতলিয়ে দিয়েছেন এবং নবী ﷺ তাঁর প্রভুর রিসালাত ও উপদেশ বাণী সম্পূর্ণরূপে মানব জাতির নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আর এরপরই তাঁর মৃত্যু হয়।

নবী ﷺ এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে তিনি যে যে ব্যাপারে আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়েছেন তা সত্য বলে মেনে নিতে হবে। তিনি যা আদেশ করেছেন তা সাধ্যমতো মেনে নিতে হবে এবং তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। আর আমাদের সকল কর্মকাণ্ড তাঁর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ীই হতে হবে। তাঁকে নিজের জীবন, ছেলে-সন্তান ও মাতা-পিতার চেয়ে আরো বেশি ভালোবাসতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হবে। ছোট-বড় সকল বিষয়ে তাঁর দেয়া ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ কে মানলে মহান আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাঁর রাসূল ﷺ এর উপর নাযিলকৃত কুর'আনের উপর বিশ্বাস স্থাপনের পাশাপাশি এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, কুর'আন আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত বাণী যা তিনি তাঁর রাসূল ﷺ এর নিকট ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন এবং তাতে যা রয়েছে তা সবই সত্য। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতে এ কুর'আন মাজীদকে আজও পর্যন্ত পবির্তন ও পরিবর্ধনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এমনকি কিয়ামত পর্যন্তও তা রক্ষা করবেন। আর এটিই হচ্ছে আল্লাহ্

তা'আলার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য একটি বিশেষ মু'জিযাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ الإسراء: ٨٨

"বলো: যদি দুনিয়ার সকল মানুষ ও জিন সম্মিলিতভাবে এ কুর'আনের ন্যায় আরেকটি কুর'আন আনার চেষ্টা করে তারপরও তারা এ কুর'আনের ন্যায় আরেকটি কুর'আন আনতে পারবে না। যদিও তা একে অপরের সহযোগী হয়"। (ইস্‌রা: ৮৮)

এরপর একজন নব মুসলিমের সাধারণত যে কাজগুলো করতে হয় তা নিম্নরূপ:

১. গোসল করা:

উক্ত সাক্ষ্য দেয়ার পর এবার আপনার অন্তর শির্কের ময়লা তথা ত্রিত্ববাদ ও পৌত্তলিকতার আবর্জনা থেকে পরিচ্ছন্ন হলো। এরপর আপনি অন্তরের পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি শরীরকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য ওযু ও গোসল করে নিন। তা হলেই কেবল আপনি নামায ও কুর'আন তিলাওয়াতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন। নতুবা নয়।

নবী ﷺ একদা ক্বাইস বিন্ 'আস্বিম ﷺ কে তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরপরই পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল করতে আদেশ করেন।

(আহ্‌মাদ: ৫/৬১ আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৫ তিরমিযী, হাদীস ৬০৫ নাসায়ী, হাদীস ১৮৮ ইব্‌নু খুযাইমাহ্, হাদীস ২৫৫ ইব্‌নু 'হিব্বান, হাদীস ১২৪০)

রাসূল ﷺ এর যে কোন আদেশ সাধারণত ওয়াজিব হওয়াই বুঝায়। তবে তিনি যখন প্রতিটি নব মুসলিমকে তার ইসলাম গ্রহণের পর তাকে গোসল করতে আদেশ করেছেন বলে কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়নি তাই একজনকে তা করতে আদেশ করা মুস্তাহাব হওয়াই

বুঝাবে। তবে নামায ও কুর'আন তিলাওয়াতের জন্য ওযু তো অবশ্যই করতে হবে।

২. ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করা:

একজন নব মুসলিমের দ্বিতীয় অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হবে তখনকার ওয়াক্তিয়া নামাযটুকু দ্রুত আদায় করা। অতএব কেউ আসরের সময় মোসলমান হলে তাকে আসরের নামায অবশ্যই আদায় করতে হবে। যোহরের নয়। তবে ওয়াক্তিয়া নামায বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্য তার হাতে এতটুকু সময় অবশ্যই থাকতে হবে যাতে সে অন্তত পক্ষে ওযু ও এক রাক'আত নামায আদায়ের সুযোগ পায়। বাকি রাক'আতগুলো পরবর্তী সময়ের অধীনে চলে গেলেও তাতে কোন সমস্যা নেই। অতএব কেউ যদি মাগরিবের নামাযের দু' মিনিট আগে মোসলমান হয় তখন তার উপর আসরের নামায পড়া অবশ্যই বাধ্যতামূলক নয়। বরং সে মাগরিবের নামায থেকেই শুরু করবে।

আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

"যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে এক রাক'আত ফজরের নামায আদায়ের সুযোগ পেলো সে যেন পুরো নামাযটুকুই পেয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার আগে এক রাক'আত আসরের নামায আদায়ের সুযোগ পেলো সে যেন পুরো নামাযটুকুই পেয়ে গেলো"।

(বুখারী, হাদীস ৫৭৯ মুসলিম, হাদীস ৬০৮)

একজন নব মুসলিম তার অবস্থানুযায়ী সে নামায আদায় করবে।

যদি সে সূরা ফাতিহা ও ওয়াজিব যিকিরগুলো অতি দ্রুত শিখে ফেলতে পারে তাহলে সে তা দিয়েই নামায পড়বে। এমনকি সে যদি অগত্যা কারোর মুখ থেকে শুনে তা আওড়িয়ে নামায আদায় করে তাও চলবে। তবে তা দ্রুত শিখার চেষ্টা অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। তবে তা শেখা পর্যন্ত সে "সুব্'হানাল্লাহ্, ওয়াল-'হাম্দু লিল্লাহ্, ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ওয়াল্লাহু আক্বার, ওয়া লা 'হাওলা ওয়া লা ক্বুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল-'আলিয়্যিল-'আযীম" বলবে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ আবূ আওফা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে এসে বললো:

إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ؟ قَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا للهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، فَلَمَّا قَامَ، قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ

"আমি তো এখনো কুর'আন থেকে কিছুই শিখতে পারিনি। তাই আমাকে এর বিকল্প কিছু শিক্ষা দিন যা আমার জন্য যথেষ্ট হবে। তিনি বললেন: তুমি বলবে: **سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ**" আমি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ্ সর্ব মহান। সমূহ মন্দ কাজ থেকে বাঁচা এবং যে কোন ভালো কাজ করতে সক্ষম হওয়া সুমহান মহিমাময় আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক ছাড়া কখনোই

সম্ভবপর নয়"। সে বললো: হে আল্লাহ্'র রাসূল! এ কথাগুলো তো একান্ত আল্লাহ্ তা'আলার জন্য তাহলে আমার জন্য আর কি থাকলো? তিনি বললেন: তুমি বলো: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي "হে আল্লাহ্! আমাকে দয়া করো। রিযিক দাও। সুস্থ রাখো এবং হিদায়াত দাও"। যখন সে দাঁড়িয়ে যিকিরগুলো গুণতে লাগলো তখন রাসূল ﷺ বললেন: আরে! এ কল্যাণ দিয়ে নিজ হাতখানা ভরে ফেললো। (আবু দাউদ, হাদীস ৭০৯ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ১৮৪৭ দারাক্বুত্বনী, হাদীস ১০৪১)

রিফা'আহ্ বিন্ রাফি' ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ একদা সালাতে ভুলকারীকে বললেন:

فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ

"তোমার কুর'আন মুখস্থ থাকলে তা পড়বে। না হয় আল্লাহ্'র প্রশংসা, মহিমা ও একত্ববাদ বর্ণনা করবে। (তিরমিযী, হাদীস ৩০২ আবু দাউদ, হাদীস ৮৫৮)

৩. নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করা:

এরপর নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করবেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ واهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وارزُقْنِيْ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। দয়া করুন। হিদায়াত দিন। সুস্থ রাখুন। রিযিক দিন"।

ত্বারিক বিন্ আশ্য়াম ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন কোন মানুষ মোসলমান হতো তখন রাসূল ﷺ তাকে নামায শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি উপরোক্ত দো'আটিও শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন: এ বাক্যগুলো দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণকে শামিল করে।

(মুসলিম, হাদীস ২৬৯৭ আহ্মাদ্, হাদীস ১৫৪৫১)

৪. ইসলাম গ্রহণের পূর্বের নামটি পরিবর্তন করা:

এরপর আপনার নামটি অর্থের দিক দিয়ে হারাম কিংবা অসুন্দর হলে তা অবশ্যই পরিবর্তন করে নিবেন। যেমন: আব্দুল মাসীহ্ ইত্যাদি। আর তা না হলে নাম পরিবর্তন করা মুস্তাহাব।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ কারোর খারাপ নাম শুনলে তা পরিবর্তন করে একটি ভালো নাম দিতেন। (তিরমিযী, হাদীস ২৭৮৫ ত্বাবারানী/সাগীর, হাদীস ৩৫০)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা জনৈকা 'আস্বিয়া (অবাধ্য) নামক মহিলা সাহাবীর নাম পরিবর্তন করে বললেন:

أَنْتِ جَمِيْلَةٌ

"আরে বরং তোমার নাম হলো জামিলাহ্ তথা সুন্দরী"।

(মুসলি, হাদীস ৩৯৯৪)

৫. খতনা করা:

এরপর শারীরিক কোন সমস্যা না থাকলে যে কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে খতনার কাজটুকু সেরে নিন। এটাকে মোসলমান হওয়া কিংবা মোসলমানিত্ব রক্ষা পাওয়ার জন্য একান্ত শর্ত মনে করা অবশ্যই ভুল। যার ভয়ে কেউ কেউ মোসলমান হতেই চান না। কারণ, খতনা করা অধিকাংশ আলিমগণের নিকট সুন্নাত। কারো কারোর নিকট ওয়াজিব হলেও বিশেষ সমস্যার কারণে এর বাধ্যবাধকতা রহিত বলে গণ্য হবে।

আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ

"পাঁচটি বস্তু প্রকৃতিসম্মতঃ খতনা করা, নাভিনিম্ন লোম মুণ্ডন, বগলের নিচের লোম ছেঁড়া, নখ ও মোছ কাটা"।

(বুখারী, হাদীস ৫৮৮৯, ৫৮৯১, ৬২৯৭ মুসলিম, হাদীস ২৫৭ তিরমিযী, হাদীস ২৭৫৬ নাসায়ী, হাদীস ৯, ১০, ১১ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৯৪)

প্রিয় নব মুসলিম ভাই! এ পর্যায়ে আপনার উপর সে সকল বিধান কার্যকর হবে যা বিশ্বের অন্যান্য মোসলমানের উপর মূলতঃ কার্যকর। তথা সকল ফরজ কাজ আপনাকে আদায় করতে হবে এবং সকল হারাম কাজ থেকে আপনাকে বিরত থাকতে হবে। আর ফরজ কাজগুলোর মধ্যে একান্ত বিশেষ হচ্ছে তাওহীদ। সুতরাং আপনাকে ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারগুলো অবশ্যই জানতে হবে। এ ব্যাপারে আপনি সর্ব প্রথম কুর'আনের সহযোগিতা নিতে পারেন। প্রতিদিন কুর'আনের কিছু পৃষ্ঠা বা আয়াত পড়া ও বুঝার চেষ্টা করুন। আর যদি আপনি নব মুসলিম হওয়ার কারণে কুর'আন মাজীদ সাথে রাখতে ভয় পান তা হলে একান্তে কম্পিউটারের সহযোগিতা নিন। সেখানে আপনি সহজেই কুর'আনের অর্থ ও ছোট-বড় তাফসীর তথা ব্যাখ্যা গ্রন্থ খুঁজে পাবেন।

ঈমান ও আক্বীদার পর এবার আপনি ইসলামের বাকি রুকনগুলো তথা নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করুন। এ ব্যাপারে ইন্টারনেট আপনাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করতে পারে। তবে যে কোন অবস্থায় আপনি বিজ্ঞ আলিমগণের পরামর্শ নিতে এতটুকুও ভুলবেন না। সর্ব প্রথম পবিত্রতা ও নামায সংক্রান্ত জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করুন। এ ব্যাপারে হাতেকলমে শেখার সুবিধার জন্য যে কোন অভিজ্ঞ পুরাতন মোসলমানের সহযোগিতা নিতে পারেন। উপরন্তু এ ব্যাপারে বই-পত্র পড়তে এতটুকুও ভুলবেন না। সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর আপনার পূর্বেকার সকল গুনাহ্ মুছে গেছে। তাই এ পরিষ্কার আমলনামাকে গুনাহ্'র ময়লা দিয়ে আবারো কলুষিত করার চেষ্টা করবেন না।

একজন নব মুসলিমের জন্য কিছু বিশেষ উপদেশঃ

১. আপনি যদি ইসলাম গ্রহণে সত্যিই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তবে আপনি শাহাদাতাইন পাঠের জন্য এখনো অনুকূল কোন পরিবেশ খুঁজে পাচ্ছেন না বলে মনে করছেন অথবা কিছু সমস্যা দূর হওয়ার অপেক্ষা করছেন কিংবা কিছু বদ্ অভ্যাস ছাড়তে পারছেন না বলে এর উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছেন। এ সকল কারণ কিংবা অন্য যে কোন কারণে শাহাদাতাইন পাঠ করাকে পিছিয়ে দিচ্ছেন তাহলে আপনি অবশ্যই ভুল করছেন। বরং আপনার জন্য সত্য বিশ্বাস করে তা দ্রুত গ্রহণ তথা ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে এক অতি পবিত্র নতুন জীবন ধারণ করে কিছু ছোট-খাটো সমস্যার মুকাবিলা করা অনেক ভালো উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় বাতিলের উপর অধিষ্ঠিত থাকার চেয়ে। আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, একজন পাপী মোসলমান অনেক ভালো একজন কাফিরের চেয়ে। আরে আপনার দীর্ঘ বয়সের নিশ্চয়তা কোথায়? বরং এখনই আপনার ইসলাম গ্রহণের উপযুক্ত সময়। শাহাদাতাইন পড়লেই তো আপনি এখন একজন মোসলমান।

২. কেউ আপনার নিকট এসে বলুক, আপনি যে নতুন ধর্মটি গ্রহণ করেছেন তা নিশ্চয়ই সঠিক এ কথা শুনার আপনি এতটুকুও অপেক্ষায় থাকবেন না। বরং আপনি যখন স্বেচ্ছায়ই এ ইসলাম ধর্মটি গ্রহণ করেছেন তখন আপনার ভেতর থেকেই এ অনুভূতিটুকু ইন্‌শাআল্লাহ্ আসবে যে, আপনি নিশ্চয়ই বুঝেশুনে সত্য ধর্মটিই গ্রহণ করেছেন। আপনি আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরের সময় অবশ্যই এক অনাবিল প্রশান্তি অনুভব করবেন। আপনি যখন আল্লাহ্ তা'আলার জন্য একান্তভাবে রুকু', সিজ্‌দাহ্ করবেন তখন নিজের মধ্যে এক অনন্য স্বাদ অনুভব করবেন। এমনকি একদা আপনি নিজের মধ্যে এক অপূর্ব স্বচ্ছতা ও খুশি অনুভব করবেন এ কথা ভেবে যে, সত্যিই আপনি পরিশেষে এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান পেয়ে গেলেন যার

উপর আপনার বাকি জীবন পরিচালিত হবে।

৩. এ ব্যাপারটি একেবারেই স্বাভাবিক যে, একজন নব মুসলিম তার ইসলাম গ্রহণের শুরুতেই সে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কিছু না কিছু পরীক্ষার সম্মুখীন অবশ্যই হবে। যাতে সে সত্য অনুসন্ধানে একনিষ্ঠ কি না তা সহজেই বুঝা যায়। আর এ পরীক্ষায় সে টিকতে পারলে তার ঈমান ও একীন আরো বেড়ে যাবে। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার মর্যাদাও অনেক বৃদ্ধি পাবে। আর যার অন্তরে কোন ধরনের সন্দেহের রোগ রয়েছে সে তো এ পরীক্ষায় পড়ে তার ঈমানটুকুই হারাবে। আল্লাহ্ তা'আলা এভাবেই মু'মিনদেরকে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمۡحَقَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴾ آل عمران: ١٤١

"আর যেন আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে পরিশোধন করেন ও কাফিরদেরকে ধ্বংস করেন"। (আলি 'ইমরান: ১৪১)

৪. একজন মানুষ সব চাইতে মূল্যবান যে জিনিসটি নিজের মধ্যে ধারণ করে আছে সেটি হলো তার ধর্ম। সুতরাং আপনার ধর্মটুকু আপনার শরীরের রক্ত ও গোস্তের চেয়েও অনেক মূল্যবান। তাই বলা হয়, ধর্মীয় নিরাপত্তার আর কোন বিকল্প হয় না। অতএব আপনি নিজের যে কোন নিকটের লোক থেকে যে কোন ধরনের অনাকাঙ্খিত আচরণ সহ্য করার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত থাকুন। ধর্মীয় কোন ফিতনার সম্মুখীন হলে আপনি নিজের ধর্মের উপর অবশ্যই অটল থাকুন। আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাওয়াবের আশা করুন। আপনি যদি কখনো বাধ্য হন, নিজ ধর্ম ও দুনিয়ার কোন মূল্যবান সম্পদের যে কোনটি ছাড়তে। তাহলে দুনিয়া ছাড়ুন। ধর্ম নয়। কারণ, দুনিয়ার বিকল্প আছে। কিন্তু ধর্মের কোন বিকল্প নেই। আর দুনিয়া নশ্বর। কিন্তু ধর্ম অবিনশ্বর। কারোর কাছ থেকে

কোন ধরনের কষ্টের সম্মুখীন হলে তা সহ্য করুন ও ধৈর্য ধরুন। আর নবী ﷺ এর নিম্নের বাণীর কথা স্মরণ করুন। তিনি বলেন:

مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

"এ পর্যন্ত দুনিয়ার কাউকে ধৈর্যের চেয়ে আরো ব্যাপক ও কল্যাণকর কোন বস্তু দান করা হয়নি"।

(বুখারী, হাদীস ১৩৮৩ মুসলিম, হাদীস ১৭৫২ আবু দাউদ, হাদীস ১৪০৪ তিরমিযী, হাদীস ১৯৪৪ নাসায়ী, হাদীস ২৫৫৪)

কষ্ট যতই বেশি হোক না কেন তা একদা অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর ধর্মটুকুই শুধু টিকে থাকবে। তবে শেষ রাতে উঠে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ ও কান্নাকাটি করুন। নিশ্চয়ই তিনি বিপদগ্রস্তদের দো'আ কবুল করেন। তিনি বলেন:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ البقرة: ١٨٦

"যখন আমার বান্দাহ্গণ তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে তখন তুমি বলবে: নিশ্চয়ই আমি তাদের নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তাদের অবশ্যই কর্তব্য হবে, আমার নির্দেশ মানা ও আমার উপর ঈমান আনা। যাতে তারা সঠিক পথ পায়"। (বাক্বারাহ: ১৮৬)

যখন আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য কোন ফায়সালা করেন তখন আপনি তাঁর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকবেন। কারণ, তিনি প্রজ্ঞাময় ও দয়ালু। তাঁর ফায়সালা মু'মিনের জন্য কল্যাণই কল্যাণ।

৫. আপনি শুরুতেই কিছু দিনের জন্য নিজের ইসলামকে আপনার পরিবারবর্গ থেকে লুকিয়ে রাখুন। যাতে আপনি সহজেই ইসলামকে বিশুদ্ধভাবে বুঝতে পারেন ও আপনার ঈমান অন্তরে গেড়ে যায়। আর ইতিমধ্যে আপনি মুসলিম ভাইদের সাথে এক নতুন

সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলুন। তাহলেই আপনি যে কোন বিপদের সামনে আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানিতে অটল থাকতে পারবেন। যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন। মনে রাখবেন, রাসূল ﷺ ইসলামের শুরুতে তিন বছর যাবৎ মক্কায় লুক্কায়িত দা'ওয়াত দেন। আর এ সুযোগে আপনার পরিবার আপনার সুন্দর চরিত্র, মাতা-পিতার আনুগত্য ও পড়ালেখার উন্নতি দেখে আপনার ইসলাম গ্রহণের সংবাদটি অতি সহজভাবেই মেনে নিবে। অতএব আপনি ইতিমধ্যে এক আদর্শ মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করুন।

মনে রাখবেন, ইসলাম ধর্ম খুবই সহজ। কঠিন নয়। কঠিন বিপদে পড়লে তা আরো সহজ হয়ে যায়। তাই আপনি যদি নিজ ধর্মকে প্রাথমিকভাবে লুকিয়ে রাখার জন্য সবগুলো নামায নিজ নিজ সময়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে পড়তে নাই পারেন তাহলে যোহর ও আসর একত্রে যে কোনটির টাইমে এবং মাগরিব ও 'ইশা একত্রে যে কোনটির টাইমে পড়ে নিন। তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে পড়তে না পারলে বসে বসে পড়ুন। রুকু', সাজদাহ্ না করতে পারলে মাথা দিয়ে ইশারা করুন। তা না হলে চোখ দিয়ে ইশারা করুন। তা না হলে অন্তরে ভাবুন। তেমনিভাবে জীবন নাশের ভয় হলে প্রয়োজনে কুফরি শব্দ মুখে উচ্চারণ করতে পারেন। তবে মন তাওহীদের উপর স্থির থাকতে হবে। যেমনিভাবে 'আম্মার বিন্ ইয়াসির ﷺ মুশ্‌রিকদের ভীষণ চাপাচাপিতে নবী ﷺ কে মুখে গালি দিয়েছেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন: তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন ছিলো? তিনি বললেন: তখনো আমার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ ও প্রশান্ত ছিলো। তখন রাসূল ﷺ বললেন: তারা আবার এমন করলে তুমিও তেমন করবে। ('হাকিম, হাদীস ৩২৯০ বায়হাক্বী, হাদীস ১৫৫৪৫)

৬. আপনি যদি নিজ এলাকায় থেকে ইসলাম রক্ষা করা অসম্ভব বলে মনে করেন অথবা যে কোন ফিতনায় পড়ে যাবেন বলে ভয় হয়

তাহলে নিজ এলাকা ছেড়ে অন্য মুসলিম এলাকায় চলে যান। আল্লাহ্'র দুনিয়া তো ছোট নয়। এক জায়গায় সুবিধা করতে না পারলে অন্য জায়গায় তা পারবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন কিছু ত্যাগ করলে তার চেয়ে আরো উত্তম কিছু পাওয়া যায়। তাই নিজ এলাকায় থাকা সমস্যাকর মনে হলে এর সম্ভাব্য সকল বিকল্প পন্থা চিন্তা করুন। বাধ্য হয়ে নিজ এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে যেতে হলে ইসলাম ও হিজরতের (নিজ এলাকা ত্যাগের) উভয় সাওয়াব পাবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ النساء: ١٠٠

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার পথে হিজরত করবে তথা নিজ এলাকা ছেড়ে অন্যথা রওয়ানা করবে সে অবশ্যই এ পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি নিজ ঘর ছেড়ে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয় অতঃপর পথিমধ্যে তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে তাহলে তার সাওয়াব আল্লাহ্ তা'আলার জিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা সত্যিই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। (নিসা': ১০০)

এ কথা মনে রাখবেন যে, নবী ﷺ ও তাঁর সাথীগণ একদা তাঁদের জন্মভূমি ও আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রিয় এলাকা মক্কা ছেড়ে এক নতুন এলাকা তথা মদীনায় পাড়ি জমান।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِي ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴾ النحل: ٤١

"যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলার পথে হিজরত করেছে আমি অবশ্যই তাদেরকে এ দুনিয়াতে উত্তম আবাস দান করবো। আর আখিরাতে পুরস্কার তো অবশ্যই সবচেয়ে বড়। হায়, তারা যদি জানতো!" (নাহ্লঃ ৪১)

তাহলে আপনি নিজ এলাকায় থাকতে না পারলে অন্য মুসলিম এলাকায় চলে যান। তাদের কাছে আপনার অবস্থা বলুন। তারা ইন্শাআল্লাহ্ আপনার উপর দয়া করবেন। আপনাকে আশ্রয় দিবেন। কারণ, অধিকাংশ মোসলমানই নতুন মোসলমানকে দয়া করে থাকে।

৭. আপনি বিশ্বস্ত কিছু মুসলিম বন্ধু বানানোর চেষ্টা করুন। আপনার কর্মক্ষেত্রে, পাঠশালায় ও নিকটতম মসজিদে এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে চলুন। কারণ, তারাই আপনার সত্যিকার ভাই। তারা কখনো আপনার সহযোগিতা করতে পিছপা হবে না। বস্তুতঃ মানুষ নিজে একা হলেও সে নিজ ভাইদেরকে নিয়ে অনেক। এ পর্যায়ে কোন বন্ধু না পেলে ইন্টারনেটের সহযোগিতা নিন। তাতে আপনি বিশ্বের আনাচে-কানাচের অনেক মুসলিম বন্ধু পেয়ে যাবেন। ইসলামিক ওয়েবসাইট ও অন্যান্য ফ্রি প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে বিশ্বের অনেকের সাথেই পরিচিত হতে পারবেন। আশা করি, আপনি শুধু একটু চেষ্টা করলেই ইন্শাআল্লাহ্ অতি সহজেই সন্তোষজনক ফলাফল পেয়ে যাবেন। বিশেষভাবে আপনি কিছু নিকটতম বন্ধুর সাথে সর্বদা অবশ্যই যোগাযোগ রাখবেন। যাতে করে প্রয়োজনে তারা দ্রুত আপনার সহযোগিতায় দৌড়ে আসতে পারবে।

৮. অন্য কাউকে আপনার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জানানোর আগেই তথা ইসলাম গ্রহণের শুরু থেকেই আপনি নিজ ঈমানকে ধীরে ধীরে বাড়ানোর চেষ্টা করুন। বস্তুতঃ একজন মু'মিনের ঈমান সময় সময় বাড়ে ও কমে। তাই আপনি সর্ব প্রথম নিজ আত্মশুদ্ধি ও আক্বীদাহ্'র পরিশোধনের চেষ্টা করুন। বেশি বেশি কুর'আন তিলাওয়াত করুন। ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়ুন। ক্লাস ও লেকচার শুনুন।

বর্তমানে এ সবগুলো ইন্টারনেটে অতি সহজেই পাওয়া যায়। কারণ, একজন নতুন মোসলমান তার ইসলাম গ্রহণের শুরু অবস্থায় সে নিজের মাঝে ইসলাম জানার এক অবর্ণনীয় উৎসাহ অনুভব করে। অতএব এ উৎসাহটুকু সময় থাকতে কাজে না লাগালে তা আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে। আর যে বিষয় আপনি ভালোভাবে জানেন না তা নিয়ে কারোর সাথে কখনো তর্কে লিপ্ত হবেন না। কারণ, তাতে অযথা আপনার মূল্যবান সময়টুকু তো নষ্ট হবেই। বরং এতে করে আপনার মাঝে যে কোন সন্দেহের উদ্রেকের কারণে আপনার ঈমানটুকুও নষ্ট হতে পারে। কারণ, বেশিরভাগ মানুষই বাতিল নিয়ে তর্ক করে কিংবা সত্য গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে তর্ক করে না। আর ধর্ম সম্পর্কে আপনি যা শিখবেন তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবেন। মনে রাখবেন, ইসলাম ধর্ম একটি মজবুত ধর্ম। তাই আপনি অতি সহজভাবেই তাতে প্রবেশ করুন। হুলুস্থুল করবেন না। আপনি যতই এর গভীরে যাবেন ততই এ ধর্মের মহত্ত্ব বুঝতে পারবেন। আপনি সর্বপ্রথম ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর প্রতি গুরুত্ব দিবেন। আপনি শুধু পড়ার উপরই নির্ভরশীল হবেন না। বরং আপনি একজন বিশেষজ্ঞ আলিমে দ্বীন কিংবা একজন চরিত্রবান দ্বীন ও শরীয়ত মানা লোকের সাথে চলুন। তাহলে তিনি ধর্ম শিখার ক্ষেত্রে আপনার একজন সঠিক পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারবেন। তাঁর থেকে আপনি অতি সহজেই ইসলামের আদব-আখলাক শিখতে পারবেন।

মনে রাখবেন, ইসলাম একটি স্বভাবজাত ধর্ম। তা কখনোই কারোর বিশুদ্ধ স্বভাবেব পরিপন্থী নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তা কোন ভাবেই কিছু আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়। তা শিখাও সহজ। মানাও সহজ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ القمر: ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠

"আমি নিশ্চয়ই কুর'আনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য অতি সহজ করে দিয়েছি। তাই তোমাদের মাঝে উপদেশ গ্রহণের কেউ আছে কি?" (আল-ক্বামার: ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

খাঁটি আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের পথ ও পন্থা অনুসরণ করুন। এ ছাড়া অন্য কোন দল ও মতের অনুসরণ করবেন না। ইসলামের কোন ব্যাপারে আপনার সন্দেহ হলে তা অতি দ্রুত অনুসন্ধান করুন। বিশেষজ্ঞ আলিম সমাজকে জিজ্ঞাসা করুন। সাহাবায়ে কিরামের অভ্যাসও তাই ছিলো। তাঁরা যে কোন ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর শরণাপন্ন হতেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾ النحل: ٤٣

"তোমরা যদি কোন ব্যাপারে না জানো তাহলে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব সম্পর্কে যারা অধিক অবগত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো"। (আন-নাহ্ল: ৪৩)

যিনি ইহুদি-খ্রিস্টান কিংবা অন্য কোন ধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছেন তাঁর দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যিনি একটি খারাপ ও সুবিধা বঞ্চিত এলাকা ছেড়ে এমন একটি এলাকায় পদার্পণ করেছেন যেখানে সর্ব প্রকারের সুবিধা রয়েছে। যেখানে একজন মানুষের সকল চাওয়া-পাওয়া বিদ্যমান। এলাকার মানুষগুলোও অধিকাংশ ভালো। কদাচিৎ কিছু খারাপ মানুষও পাওয়া যায়। লোকটি এ নতুন এলাকার আকর্ষণীয় সকল বাড়ি-ঘর দেখে অত্যন্ত অভিভূত। যতই সে এগুচ্ছে ততই সে আরো আকর্ষিত হচ্ছে। অনন্তর সে নতুন নতুন অনেক কিছু দেখতে ও জানতে পারছে। তাই সে এক রাতেই এ পুরো শহরটি ভালোভাবে দেখতে চায়। তা কি সম্ভব? সে যখন তার পুরাতন শহরটির কথা স্মরণ করে তখন সে ভাবতে থাকে যে, আরে সে শহরের ঘর-বাড়ি আর এ শহরের ঘর-বাড়ি। শুধু নামেই মিল; অথচ

উভয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল ফারাক। আগের শহরের মানুষগুলো অধিকাংশই খারাপ। আর এ শহরের মানুষগুলো অধিকাংশই ভালো। এ শহরে এসে সে নিজ জান, মাল ও ইয্যতের নিরাপত্তা পেয়েছে। এরপরও সে এ এলাকায় একা ঘুরলে দিগ্‌ভ্রান্ত হতে পারে। তাই তাকে অবশ্যই এ এলাকার একজন বিশ্বস্ত চেনাজানা লোকের সহযোগিতা নিতে হবে। এমনকি তার পুরাতন এলাকার কেউ না কেউ তাকে আবার নিজেদের এলাকায় ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। কারণ, তার পেছনে তাদের কিছু না কিছু ফায়েদা রয়েছে। না, তা হতে পারে না। কারণ, সে নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে।

৯. মনে রাখবেন, ইসলাম কখনো আপনাকে বাধা দেয় না নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করতে। যদিও তারা কাফির হয়ে থাকুক না কেন। বিশেষ করে আপনার মাতা-পিতা। কারণ, তারা সর্ব প্রথম আপনার সেবা-যত্ন পাওয়ার একান্ত হকদার। আপনার উপর তাদের অনেক অবদান রয়েছে। আর ইসলাম কারোর অবদান কখনো অস্বীকার করে না। আপনি নিজ মাতা-পিতাকে বুঝিয়ে বলবেন: আপনার ইসলাম গ্রহণের পরও আপনি তাদেরই সন্তান। আর তারা আপনার মাতা-পিতা। আপনার আচার-আচরণ তাদের সাথে আগের ন্যায় কিংবা তার চেয়ে আরো ভালো হওয়া উচিত। তবে তারা কখনো আপনাকে গুনাহ্'র আদেশ করলে তা মানা যাবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হয়ে কারোর আনুগত্য করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴾ لقمان: ١٥

"তোমার মাতা-পিতা যদি কাউকে আমার অংশীদার বানাতে

তোমার সাথে পীড়াপীড়ি করে যার অংশীদার হওয়ার ব্যাপারটি তুমি একেবারেই জানো না তাহলে তাদের এ জাতীয় শির্‌কী আদেশ মেনে নিবে না। তবে দুনিয়ার বিষয়ে অবশ্যই তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। আর আমার অভিমুখী লোকের পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর আমার নিকটই তোমাদের সকলকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো তোমরা যা করছিলে"।

(লুক্বমান: ১৫)

১০. যদি কখনো আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপনাকে খ্রিস্টান ধর্মযাজক বা অন্য কারোর সাথে ধর্ম নিয়ে আলোচনায় বসতে বাধ্য করা হয় তখন আপনি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করে ধর্মের উপর অটল থাকুন। জেনে রাখুন, যে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন তিনিই আপনাকে ইসলামের উপর অটল রাখতে সক্ষম। তাই আপনি বেশি বেশি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ ও কান্নাকাটি করুন। পারলে 'ঈসা ﷺ, মারইয়াম ও খ্রিস্টান সম্পর্কিত কুর'আনের আয়াতগুলো তাদেরকে পড়ে শুনান। তারা আপনার সামনে ইসলাম সম্পর্কে অনেক বানোয়াট কথা উপস্থাপন করতে পারে। তারা এমনও বলতে পারে যে, তোমার আগে আরো অনেকেই মোসলমান হয়ে পুনরায় সঠিকটা বুঝতে পেরে তারা আবারো নিজেদের পূর্বের ধর্মে ফিরে গিয়েছে। তারা এ জাতীয় অনেক মিথ্যা কথাই আপনাকে বলবে। এটাই তাদের পূর্ব অভ্যাস। তাই আপনি পূর্ব থেকেই এ জাতীয় কথাগুলো শুনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকুন।

তারা যদি এমন কোন কথা নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে চায় যে সম্পর্কে আপনি পূর্ব থেকে কিছুই জানেন না তাহলে আপনি চুপ থাকুন। আপনি তাদের এ জাতীয় কোন কথার উত্তর দিবেন না। বরং আপনি আল্লাহ্'র যিকির ও কুর'আন পড়ুন।

এ ছাড়াও নব মুসলিমের জন্য এমন আরো কিছু উপদেশ রয়েছে

যা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজনীয়। সর্বদা নয়। তবে অধিকাংশ মানুষেরই তা প্রয়োজন। তা হলো:

আপনি যদি কোন পরিবারের গৃহকর্তা হন তাহলে আপনাকে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আপনার পরিবার আপনার হাতেই আমানত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যখন আপনাকে ইসলামের মতো এতো বড় একটি নিয়ামত দিয়েছেন তখন আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় হিসেবে আপনার নিজ পরিবারবর্গকেও ইসলামের দিকে আহবান করা আপনার একান্ত কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে। তাদের কাছে আপনি ইসলামকে অতি সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে তুলে ধরবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ ﴾

التحريم: ٦

"হে মু'মিনরা! তোমরা নিজকে ও নিজ পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর"। (তাহরীম: ৬)

যেমনিভাবে আপনার সন্তানরা একদা আপনার কাছ থেকে ইসলাম ছাড়া অন্য যে কোন ধর্ম শিখেছে ও তাকে ভালোবেসেছে তেমনিভাবে তারা যেন এবার আপনার কাছ থেকে ইসলাম ধর্ম শিখতে ও তাকে ভালোবাসতে পারে। এ ব্যাপারে আপনি সর্ব প্রথম আপনার প্রিয় ও বাধ্য সন্তানটিকে চয়ন করুন। শুরুতে আপনি তা ব্যক্তিগত ও লুকায়িতভাবে করার চেষ্টা করুন। তেমনিভাবে আপনার স্ত্রীকেও ইসলামের দা'ওয়াত দিন। সে যদি আপনার দা'ওয়াত গ্রহণ না করে তাহলে আপনি তাকে জানিয়ে দিন যে, ইসলাম কাউকে তার ইহুদি বা খ্রিস্টান স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করে না। সুতরাং সে মোসলমান না হয়েও আপনার অধীনে থাকতে পারে। তবে অন্য কোন ধর্মের হলে তার সাথে কোনভাবেই ঘর-সংসার করা যাবে না

যতক্ষণ না সে আপনার ন্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তেমনিভাবে আপনার ছেলে-মেয়েরা মোসলমান না হলেও আপনি তাদের ভরণ-পোষণ করতে পারেন। আপনি তাদেরকে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে বাধা দিবেন না। কারণ, কাউকে তার ধর্ম ছাড়তে বাধ্য করা জায়িয নয়। তবে আপনি যখন নিজ পরিবারবর্গের কাছ থেকে নিজ জানের ভয় পান কিংবা তাদের সঙ্গে থাকলে আপনি নিজ ধর্মের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা করেন অথবা তাদের কাছ থেকে এমন কিছুর আশঙ্কা করেন যা আপনি সহ্য করতে পারবেন না তাহলে আপনি নিজ ধর্ম রক্ষার্থে তাদের থেকে দূরে সরে যান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡۚ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٤ ﴾ التغابن: ١٤

"হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের কেউ কেউ তোমাদের নিজেরই শত্রু। তাই তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকো। আর যদি তোমরা তাদের সাথে ক্ষমাসুলভ আচরণ করো এবং তাদের দোষ-ত্রুটিগুলো উপেক্ষা করো এমনকি তাদেরকে একেবারেই ক্ষমা করে দাও তাহলে জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। (তাগাবুন: ১৪)

আপনি যদি কোন পরিবারের গৃহকর্ত্রী হন তাহলেও আপনি সর্ব প্রথম নিজ অতি প্রিয় সন্তানটিকেই ইসলামের দা'ওয়াত দিন অতঃপর স্বামীকে। তবে দা'ওয়াতখানা যেন একেবারেই সরাসরি না হয়। বরং আপনি সর্ব প্রথম তার ধর্মের একেবারেই অবোধগম্য ও অস্পষ্ট বিষয়গুলো যা সে ধর্মের ধর্মগুরুরাও বুঝতে অক্ষম তার সামনে তা তুলে ধরুন। অতঃপর ইসলামের সুন্দর সুন্দর বিষয়গুলোও আপনি

তার সামনে তুলে ধরুন। পরিশেষে আপনার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টিও তাকে জানিয়ে দিন। যদি সে আপনার দা'ওয়াতটুকু গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে আপনি তাকে সরাসরি বলে দিন: তার সাথে ঘর করা আপনার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভবপর নয়। কারণ, ইসলাম অমুসলিম স্বামীর অধীনে থাকতে বারণ করে। তার অধীন থাকা কোন মুসলিম নারীর জন্য কোনভাবেই জায়িয নয়। আপনাকে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আপনার ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই আপনার অমুসলিম স্বামী আপনার উপর হারাম হয়ে গেছে। তাই আপনি তাকে আপনার সাথে সহবাস করার সুযোগ দিতে পারেন না। এমনকি আপনি তার সামনে স্ত্রী হিসেবে খোলামেলা আসতে পারেন না। বরং আপনাকে তার সাথে পর্দা করতে হবে। কারণ, সে আপনার জন্য এখন অপর। তবে আপনার সন্তানদের সাথে আপনি যোগাযোগ রক্ষা করুন। যদিও আপনি আপনার স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছেন। আর যদি আপনার সন্তানদের কাউকে আপনার এ নতুন জীবনে আপনার সাথেই রাখতে পারেন তাহলে তা আপনার জন্য আরো অনেক ভালো হবে। কারণ, শরীয়তের দৃষ্টিকোণে নাবালক সন্তান তার মুসলিম বাবা বা মায়ের সাথেই থাকবে। উপরন্তু আপনি নতুন ঘর ও নেককার মুসলিম স্বামী পাওয়ার জন্য আপনার যে কোন মুসলিম বান্ধবীর সহযোগিতা নিতে পারেন। মনে রাখবেন, আপনার পরিবার ও আপনার স্বামীর পরিবার আপনার ব্যাপারে সমাজে নানা ধরনের খারাপ কথা ছড়াতে পারে। যা ইতিপূর্বে অনেক নব মুসলিম রমণীদের সাথেও হয়েছে। তবে আপনি এগুলোর কোন পরোয়াই করবেন না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার জন্য একান্ত যথেষ্ট।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ الحج: ٣٨

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে রক্ষা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা খিয়ানতকারী ও নিতান্ত অকৃতজ্ঞকে কখনোই পছন্দ করেন না"। (হজ্জ: ৩৮)

আপনি যদি একজন অবিবাহিতা যুবতী হয়ে থাকেন এবং আপনি নিজ মাতা-পিতার সাথেই বসবাস করে থাকেন তাহলে আপনি প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের থেকে নিজ ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি লুকিয়ে রাখবেন যতক্ষণ না আপনার ঈমান মজবুত ও শক্তিশালী হয় কিংবা আপনি কোন মুসলিম স্বামী পেয়ে যান। এ পর্যায়ে আপনি ধর্মীয় কোন কোন বিষয়ে কিছুটা ছাড়ও দিতে পারেন যদি তা পুরোপুরি মানতে গেলে আপনি নিজ পরিবারের কারোর কাছ থেকে কঠিন প্রতিরোধের আশঙ্কা করেন। যা একদা আপনাকে নিজ ধর্মের উপর অটল থাকা ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। যেমন: পর্দার ব্যাপারটি। ইতিমধ্যে আপনার পরিবারের লোকেরা যদি আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি জেনে ফেলে এবং তারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য আপনার উপর প্রচুর চাপ প্রয়োগ করে যা আপনার জন্য অসহ্য হয়ে যায় তখন আপনি যে কোন মুসলিম মহিলা কিংবা যে কোন মানব সেবাধর্মী ইসলামী সংস্থার সহযোগিতায় আপনার নিজ পরিবার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এমনকি আপনি যদি অগত্যা কোন এতিমখানায়ও আশ্রয় নিতে বাধ্য হন তাহলে তাও আপাতত গ্রহণ করতে পারেন। তবে সার্বিক বিবেচনায় একজন নেককার মোসলমান স্বামী গ্রহণ করা আপনার জন্য অনেক ভালো হবে একাকিনী থাকার চেয়ে। যদিও সে ইতিপূর্বে বিবাহিত হোক না কেন। তাতে করে আপনি অনেক ধরনের ঝামেলা থেকেও বেঁচে যাবেন। এমনকি আপনি যদি কোন মোসলমানকে নেককার মনে করে তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব দেন কিংবা আপনার জন্য কোন নেককার স্বামী অনুসন্ধান করতে বলেন তাতে কোন অসুবিধে নেই। তবে নিজের ব্যাপারে যে কোন

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ইস্তিখারার সহযোগিতা নিন।

আপনি যদি একজন নাবালক কিশোর হয়ে থাকেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম গ্রহণের জন্য আপনার অন্তরটুকু খুলে দেন তাহলে আপনি সকলের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবেন এবং ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি সবার থেকে লুকিয়ে রাখবেন। এমনকি আপনার আম্মা থেকেও যতক্ষণ না আপনি আরেকটু বড় হয়ে উঠেন। আর বেশি বেশি কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত ও হিফ্য করার চেষ্টা করুন। কেউ আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি জেনে ফেললে আপনি তাতে ধৈর্য ধরুন। আপনার পরিবারের কেউ যদি আপনাকে ইসলাম বহির্ভূত কোন কাজ করতে বাধ্য করে তাহলে আপনি মনে-প্রাণে ঘৃণা নিয়ে বাহ্যত তা করতে পারেন। তবে আপনার অন্তর ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হবে। যদি আপনার পরিবার ইসলাম গ্রহণের কারণে আপনাকে বয়কটও করে তাহলে মনে রাখবেন, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ আপনার পিতার চেয়েও উত্তম। তাঁর স্ত্রীগণ আপনার মাতার চেয়েও উত্তম। আর দুনিয়ার সকল নেককার মু'মিন আপনার ভাইদের চেয়েও উত্তম। সুতরাং আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনি তো আর এ দুনিয়ার সর্ব প্রথম কিশোর নন যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সবেমাত্র সত্য পথ দেখিয়েছেন এবং একমাত্র সেই তাঁর পথে চলার এখনই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বরং ইতিপূর্বে আরো অনেক কিশোর মোসলমান হয়েছে যারা আপনার জন্য আদর্শ হতে পারে। আপনি যদি কখনো নিজ ঈমানকে টিকানোর জন্য স্বয়ং নিজ পিতার ঘর থেকেই বের হতে বাধ্য হন তাহলে মনে রাখবেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সহযোগিতায় রয়েছেন। আপনাকে তিনি কখনো অন্যের হাতে এমনিতেই ছেড়ে দিবেন না। বরং আপনি যে কোন মসজিদে গিয়ে নেককার কোন মোসল্লীকে আপনার ঘটনা জানাতে পারেন। এ ব্যাপারে কোন মুসলিম ভাইয়ের সহযোগিতা নিতে পারেন।

আপনি যদি একজন পূর্ণ যুবক হয়ে থাকেন তাহলে আপনি নিজ পরিবারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে আপনি নিজেই গায়ে খেটে তথা কর্ম করে খেতে পারেন। ফিতনামুক্ত যে কোন পরিবেশে আপনি যে কোন কাজ করাকে অবহেলা করবেন না। কারণ, দাঊদ عليه السلام একজন কামার ছিলেন। আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মাদ ﷺ মক্কায় ছাগল চরিয়ে জীবন যাপন করতেন। আল্লাহ্ তা'আলার এ বিশাল দুনিয়াতে রাত্রি যাপনের জন্য যে কোন একটি জায়গা অবশ্যই পেয়ে যাবেন। না হলে মসজিদ তো আছেই। নেককার লোকরা তো এখনো বেঁচে আছেন। এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস করবেন যে, কঠিনের পর সহজতা নেমে আসবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قُلْ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ الزمر: ١٠

"বলো: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজ প্রভুকে ভয় করো। যারা এ দুনিয়ায় ভালো কাজ করবে তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলার দুনিয়া তো খুবই প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অবশ্যই অপরিমিতভাবে দেয়া হবে"। (যুমার: ১০)

আপনি যদি অন্য কোন ধর্মের ধর্ম যাজক, আলিম কিংবা মন্দির অথবা গির্জা পরিচালক হয়ে থাকেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ইসলামের সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে, আপনাদের মতো ব্যক্তিদের ব্যাপারেই তো নিম্নোক্ত কুর'আনের আয়াত নাযিল হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰۚ

ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ ﴾ المائدة: ٨٢ – ٨٤

"তুমি অবশ্যই মানুষের মাঝে ইহুদি ও মুশ্‌রিকদেরকেই মোসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে দেখতে পাবে। আর যারা দাবি করে "আমরা খ্রিস্টান" তাদেরকে তুমি অবশ্যই মোসলমানদের নিকটতম বন্ধু হিসেবে দেখতে পাবে। আর তা এ জন্য যে, তাদের মাঝে কিছু ইবাদতকারী আলিম ও সংসার ত্যাগী রয়েছে। আর তারা অন্যদের ন্যায় অহঙ্কারও করে না। যখন তারা রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত ওহীর বাণী শুনে তখন তুমি তাদের চোখগুলোকে অশ্রুসিক্ত দেখতে পাবে। কারণ, তারা সত্য জেনেছে। তারা বলে: হে আমার প্রভু! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। কাজেই আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন। আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও আমাদের নিকট যে সত্য বিধান এসেছে তার উপর ঈমান আনবো না। আর আমরা আশা করবো যে, আমাদের প্রভু যেন আমাদেরকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করেন"। (মায়িদাহ: ৮২-৮৪)

তাই আপনি চেষ্টা করুন বাকি জীবন কল্যাণের নেতৃত্ব দিতে যেমনিভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গত জীবনে অকল্যাণের। ইসলাম গ্রহণের পর আপনি বেশি বেশি মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দিন। সাধ্যমত কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞানার্জন করুন। কারণ, সাধারণ মানুষকে ইসলাম শিখানোর জন্য আলিমের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

আপনার জন্য উত্তম হবে নিজ এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে যাওয়া। কারণ, আপনাকে সামনে পেলে আপনার পূর্বেকার ধর্মের লোকেরা আপনাকে আগের ধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তা না পারলে তারা আপনাকে কষ্ট দিবে। তারপরও কারোর কাছ থেকে কোন কষ্ট পেলে আপনি তা সহ্য করে নিবেন যেমনিভাবে সহ্য করেছে আপনার পূর্বের নব মুসলিমগণ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَتُبْلَوُنَّ فِيٓ أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ آل عمران: ١٨٦

"অবশ্যই তোমরা নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং নিশ্চয়ই তোমরা আহ্লে কিতাব ও মুশ্রিকদের কাছ থেকে বহু ধরনের কষ্টকর কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো তাহলে তা হবে নিশ্চয়ই একটি দৃঢ় সংকল্পের কাজ"। (আলু-'ইমরান: ১৮৬)

তবে আপনি উপযুক্ত স্থান-কাল ছাড়া কারোর নিকট আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি দ্রুত জানাবেন না। নতুবা আপনি নিজ জীবন ও ধর্মীয় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। পরিশেষে আপনার নতুন জীবনের সফলতা কামনা করে আপনাকে নিম্নোক্ত আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ

وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ النور: ٥٥

"তোমাদের মধ্যকার ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে এ পৃথিবীর খিলাফত দিবেন যেমনিভাবে দিয়েছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি তাদের দ্বীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। আর তিনি তাদের ভয়-ভীতিপূর্ণ অবস্থা পরিবর্তন করে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দিবেন। তাদের কাজ হবে শুধু একচ্ছত্রভাবে আমার ইবাদাত করা ও আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা। এরপরও যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে তারা অবশ্যই ফাসিক"। (নূর: ৫৫)

নব মুসলিম সংক্রান্ত কিছু মাসায়িল:

বাতিল শর্তসহ যে কারোর ইসলাম গ্রহণ করা যেতে পারে:

মূলতঃ নবী ﷺ যে কেউ তাঁর নিকট ইসলাম গ্রহণ করতে আসলে তিনি তাঁর থেকে শুধু শাহাদাতাইনই গ্রহণ করতেন এবং এরই ভিত্তিতে তিনি তাকে মোসলমান বলে স্বীকৃতি দিতেন ও তার নিরাপত্তা বিধান করতেন। আর এ জন্যই রাসূল ﷺ একদা উসামাহ্ বিন্ যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কে অত্যন্ত কঠিনভাবেই তিরস্কার করেন যখন তিনি জনৈক কাফিরকে হত্যা করেছিলেন; অথচ সে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলেছিলো যখন তিনি তাকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন। এমনকি রাসূল ﷺ কেউ তাঁর নিকট ইসলাম গ্রহণ করতে আসলে তিনি তাকে সালাত, যাকাত তথা ইসলামের সমূহ বিধান মানার শর্ত দিতেন না। তবে তিনি প্রয়োজনে বা কারোর প্রশ্নের উত্তরে ইসলামের ব্যাখ্যা দিতেন। এমনকি তিনি একটি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যাকাত ও জিহাদ না করার শর্তে তাদের ইসলাম গ্রহণ করেন।

জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা সাক্বীফ সম্প্রদায়

নবী ﷺ কে তাদের ইসলাম গ্রহণের সময় যাকাত ও জিহাদ না করার শর্ত দিয়েছিলো। তখন নবী ﷺ বলেন:

سَيَتَصَدَّقُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ إِذَا أَسْلَمُوْا

"অচিরেই তারা ইসলাম গ্রহণের পর যাকাত দিবে ও আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করবে"।

(আহ্মাদ ৪/২১৮ আবু দাউদ, হাদীস ৩০২৫)

নাস্র বিন্ 'আস্বিম আল-লাইসী (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর বংশের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ এর নিকট এসে এ শর্তে মোসলমান হন যে, তিনি দৈনিক দু' বেলা সালাত আদায় করবেন। আর নবী ﷺ তখন তাঁর পক্ষ থেকে তা গ্রহণও করেছিলেন। (আহ্মাদ ৫/২৪-২৫, ৩৬৩)

ইব্নু রাজাব (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: এ সকল হাদীসের ভিত্তিতেই ইমাম আহ্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: বাতিল শর্ত নিয়েও ইসলাম গ্রহণ করা যায়। তবে পরবর্তীতে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ইসলামের সকল বিধি-বিধান মানতে বাধ্য করা হবে।

(জামি'উল-'উলূমি ওয়াল-'হিকাম: ১/২২৮-২২৯)

সালাতের ইমামতির ক্ষেত্রে পূর্বের মুসলিমকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে:

যখন ইমামতির ক্ষেত্রে দু' বা অতোধিক ব্যক্তিকে ক্বিরাত, সালাতের মাসআলাহ্-মাসায়িল ও হিজরতের ব্যাপারে সমভাবে উপযুক্ত বলে ধারণা করা হবে তখন ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়ে এদের মাঝে পার্থক্য করা হবে। তখন ইসলামের দিক দিয়ে যে আগের মোসলমান তাকেই ইমামতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কারণ, আগে ইসলাম গ্রহণ করাও একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যই বটে।

আবূ মাস'ঊদ্ বাদ্রী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ

ইরশাদ করেন:

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله، فَإِنْ كَانُوْا فِيْ الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، وَإِنْ كَانُوْا فِيْ السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِيْ الْـهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا

"যে কোন বংশের কুর'আন পড়ায় সর্বাধিক পারদর্শী ব্যক্তিই তাদের ইমামতি করবে। তারা এ ব্যাপারে সবাই সমপর্যায়ের হলে তাদের মধ্যকার রাসূল ﷺ এর সুন্নাতে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিই তাদের ইমামতি করবে। তারা এ ব্যাপারে সবাই সমপর্যায়ের হলে তাদের মধ্যকার হিজরতে পূর্ববর্তী ব্যক্তিই তাদের ইমামতি করবে। তারা এ ব্যাপারে সমপর্যায়ের হলে তাদের মধ্যকার ইসলামে পূর্ববর্তী ব্যক্তিই তাদের ইমামতি করবে"। (মুসলিম, হাদীস ৬৭৩)

একজন নব মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে আরেকজন পুরাতন মোসলমানের সমপর্যায়ের:

একজন নব মুসলিম যে কোন পুরাতন মুসলিম যুবতীকে বিবাহ্ করতে পারে। এতে কোন অসুবিধে নেই। কারণ, সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশই তো একদা নব মুসলিম ছিলেন। এরপরও তাঁদের মর্যাদা এ উম্মতের সর্বোচ্চে।

কোন নব মুসলিমের অধীনে চারের বেশি স্ত্রী থাকলে সে তাদের মধ্যকার শুধু চার জন কিংবা তার কমকে স্ত্রী হিসেবে বাছাই করে নিবে। আর বাকিদেরকে ছেড়ে দিবে।

ক্বাইস বিন্ 'হারিস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এমতাবস্থায় আমার অধীনে আট জন স্ত্রী ছিলো। আমি তা নবী ﷺ কে জানালে তিনি বললেন:

اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً

"তুমি তাদের মধ্য থেকে শুধু চার জনকে স্ত্রী হিসেবে বাছাই করে নাও"।

(আবু দাউদ, হাদীস ১৯১৮ ত্বারানী/কাবীর, হাদীস ১৫৩৩৭ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৯৪২ দারাক্বুত্বনী, হাদীস ৩২৩৭)

তেমনিভাবে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার অধীনে যদি স্ত্রী হিসেবে দু'জন সহোদরা বোন থাকে কিংবা এমন দু' জন যাদের একজনকে পুরুষ মনে করা হলে তার জন্য যদি অন্য জনকে বিবাহ্ করা হারাম হয়ে থাকে তাহলে তাদের দু' জনকে একত্রে তার অধীনে স্ত্রী হিসেবে রাখা যাবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে উক্ত উপদেশগুলো মানার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً

লেখকের অন্যান্য বই

১. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
২. বড় শির্ক ও ছোট শির্ক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্
৪. ব্যভিচার ও সমকাম
৫. নবী (ﷺ) যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন
৬. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শনসমূহ
৭. সকাল-সন্ধ্যার যিকির ও প্রত্যেক ফরজ নামায শেষে যা বলতে হয়
৮. গুনাহ্'র অপকারিতা ও চিকিৎসা
৯. ইস্তিগ্ফার
১০. সাদাকা-খায়রাত
১১. ধুমপান ও মদপান
১২. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
১৩. নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড
১৪. সলাত ত্যাগ ও জামাতে সলাত আদায়ের বিধান এবং সলাত আদায়কারীদের প্রচলিত কিছু ভুল-ভ্রান্তি
১৫. জামাতে সালাত আদায় করা
১৬. ধর্ম পালনে একজন মোসলমানের জন্য যা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়
১৭. ভালো সাথী বনাম খারাপ সাথী
১৮. একজন ইসলাম গ্রহণেচ্ছুর করণীয়

সুখবর সুখবর সুখবর সুখবর

প্রিয় পাঠক! ইতিমধ্যে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এ জাতীয় বিশুদ্ধ বই-পুস্তকগুলো ফ্রি বিতরণের জন্য "দারুল-'ইরফান" নামক একটি স্বনামধন্য প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা গত দু'বছর থেকে হাটি হাটি পা পা করে সামনে এগুচ্ছে। যে কোন দ্বীনি ভাই এ খাঁটি আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এমনকি নিজ মাতা-পিতার পরকালের মুক্তির আশায় এ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সাদাকা-খায়রাত করে একে আরো শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী করার কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন বলে আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করছি। জ্ঞানের প্রচার এমন একটি বিষয় যার সাওয়াব মৃত্যুর পরও পাওয়া যায়। এমনকি তা সাদাকায়ে জারিয়ারও অন্তর্গত। যা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা আপনার দ্রুত যোগাযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। আশা করছি, এ ব্যাপারে আমরা এতটুকুও নিরাশ হবোনা ইন্শাআল্লাহ্।